যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

তারিখঃ ০৯/১১/২০২১ (পৃঃ ১২,১১)

নতুন ধানের ম-ম ঘ্রাণ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জমিতে রোপা আমন ধান চাষ করেন। মনে রঙিন স্বপ্ন নিয়ে মাঠে মাঠে শ্রম দিয়েছেন তারা। শুরু থেকেই ধান পরিচর্যায় নিরলস পরিশ্রম করেন কৃষক। কৃষকের ঘামঝরা পরিশ্রম এবং অনুকূল আবহাওয়ার কারণে এবার আমনের বাম্পার ফলন হয়েছে। হেমন্তে নতুন ধানের ম-ম ঘ্রাণে মুখর হয়ে উঠছে চারপাশ। কৃষকের ঘরে ঘরে চলছে নবান্ন উৎসব।

কৃষি বিভাগ জানায়, চলতি মৌসুমে উপজেলার আটি ইউনিয়নের ৩২ সহস্রাধিক কৃষক চলতি মৌসুমে স্থানীয় জাতের বিভিন্ন ধানের পাশাপাশি উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড ও উফশী জাতের ধান চাষ করেছেন। তবেস্বল্পমেয়াদি হাইব্রিড ও উফশী জাতের ধান আবাদ হয়েছে বেশি। হাইব্রিডের মধ্যে- ধানী গোল্ড, এগ্রো-১২০৩, সিনজেন্টা-১২, তেজ গোল্ড, এজেড-৭০০৬ এবং উফশীর মধ্যে- ব্রিধান-৩৩, ৩৯, ৪৯, ৫২, ৫৬, ৬২, ৬৬, ৭১, ৭২, ৭৫, ৮০, ৮৭, ৯০, বিনাধান-৭, ১১, ১৬, ১৭, ২০ ও স্বর্ণা। স্থানীয় জাতের মধ্যে শিশুমতি, দীঘা, জিরামতি, ড্যাপোলাম ও গোয়াল ঘোষ জাতের ধান ছাষ হয়েছে।

জানা যায়, উপজেলায় এ বছর ১২ হাজার ২৫০ হেক্টর জমিতে রোপা আমন ধান হয়েছে। গত বছর চাষ হয়েছিল ১২ হাজার ২২০ হেক্টরে। প্রতি বিঘা (৩৩ শতাংস) জমিতে গড় ফলন হয়েছে ১৬ মণ। প্রতি মণ ধান উৎপাদনে খরচ হয়েছে ৫৬০ টাকা। এরই মধ্যে বাজারে নতুন ধান উঠতে শুরু করেছে। মানভেদে ধানের বর্তমান বাজারমূল্য প্রতি মণ ৯০০ থেকে ১০০০ টাকা। উপজেলায় গড় খাদ্যের চাহিদা রয়েছে ৪৫ হাজার ৩৫০ মেট্রিক টন চাল। ওই হিসাব অনুযায়ী খাদ্যের চাহিদা মিটিয়ে প্রায় ১৬ হাজার মেট্রিক টন চাল উদ্বৃত্ত থাকবেবলে ধারণা করা হচ্ছে।

উপজেলার জোকা গ্রামের কৃষক এনায়েত হোসেন বলেন, 'আমি প্রায় দু-একরে ধান চাষ করেছি। এবার ফলন ভালো। বর্তমান বাজারমূল্যও আশানুরূপ।'

খালিয়া গ্রামের ফজলু শেখ বলেন, 'এবার ধানের খুবভালো ফলন হয়েছে। সারাবছরের চিন্তা দূর হয়েছে।'

উপজেলা সদরের ব্যবসায়ী মহিদুল ইসলাম বলেন 'বাজারে নতুন ধান মানভেদে প্রতি মণ এক ৯০০ থেকে ১০০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।'

উপজেলা কৃষি অফিসার আবুদুস সোবহান বলেন, 'স্বল্পমেয়াদি উচ্চ ফলনশীল রোপা আমন চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী এবার রেকর্ড পরিমাণ জমিতে রোপা আমন ধান চাষ হয়েছে। আমাদের নানা রকম সহযোগিতার পাশাপাশি সময়োপযোগী পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। ধানের ফলন ও বাজারমূল্য সন্তোষজনক।'

নতুন ধানের ম-ম ঘ্রাণ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জমিতে রোপা আমন ধান চাষ করেন। মনে রঙিন স্বপ্ন নিয়ে মাঠে মাঠে শ্রম দিয়েছেন তারা। শুরু থেকেই ধান পরিচর্যায় নিরলস পরিশ্রম করেন কৃষক। কৃষকের ঘামঝরা পরিশ্রম এবং অনুকূল আবহাওয়ার কারণে এবার আমনের বাম্পার ফলন হয়েছে। হেমন্তে নতুন ধানের ম-ম ঘ্রাণে মুখর হয়ে উঠছে চারপাশ। কৃষকের ঘরে ঘরে চলছে নবান্ন উৎসব।

কৃষি বিভাগ জানায়, চলতি মৌসুমে উপজেলার আটি ইউনিয়নের ৩২ সহস্রাধিক কৃষক চলতি মৌসুমে স্থানীয় জাতের বিভিন্ন ধানের পাশাপাশি উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড ও উফশী জাতের ধান চাষ করেছেন। তবেস্বল্পমেয়াদি হাইব্রিড ও উফশী জাতের ধান আবাদ হয়েছে বেশি। হাইব্রিডের মধ্যে- ধানী গোল্ড, এগ্রো-১২০৩, সিনজেন্টা-১২, তেজ গোল্ড, এজেড-৭০০৬ এবং উফশীর মধ্যে- ব্রিধান-৩৩, ৩৯, ৪৯, ৫২, ৫৬, ৬২, ৬৬, ৭১, ৭২, ৭৫, ৮০, ৮৭, ৯০, বিনাধান-৭, ১১, ১৬, ১৭, ২০ ও স্বর্ণা। স্থানীয় জাতের মধ্যে শিশুমতি, দীঘা, জিরামতি, ড্যাপোলাম ও গোয়াল ঘোষ জাতের ধান ছাষ হয়েছে।

জানা যায়, উপজেলায় এ বছর ১২ হাজার ২৫০ হেক্টর জমিতে রোপা আমন ধান হয়েছে। গত বছর চাষ হয়েছিল ১২ হাজার ২২০ হেক্টরে। প্রতি বিঘা (৩৩ শতাংস) জমিতে গড় ফলন হয়েছে ১৬ মণ। প্রতি মণ ধান উৎপাদনে খরচ হয়েছে ৫৬০ টাকা। এরই মধ্যে বাজারে নতুন ধান উঠতে শুরু করেছে। মানভেদে ধানের বর্তমান বাজারমূল্য প্রতি মণ ৯০০ থেকে ১০০০ টাকা। উপজেলায় গড় খাদ্যের চাহিদা রয়েছে ৪৫ হাজার ৩৫০ মেট্রিক টন চাল। ওই হিসাব অনুযায়ী খাদ্যের চাহিদা মিটিয়ে প্রায় ১৬ হাজার মেট্রিক টন চাল উদ্বৃত্ত থাকবেবলে ধারণা করা হচ্ছে।

উপজেলার জোকা গ্রামের কৃষক এনায়েত হোসেন বলেন, 'আমি প্রায় দু-একরে ধান চাষ করেছি। এবার ফলন ভালো। বর্তমান বাজারমূল্যও আশানুরূপ।'

খালিয়া গ্রামের ফজলু শেখ বলেন, 'এবার ধানের খুবভালো ফলন হয়েছে। সারাবছরের চিন্তা দূর হয়েছে।'

উপজেলা সদরের ব্যবসায়ী মহিদুল ইসলাম বলেন 'বাজারে নতুন ধান মানভেদে প্রতি মণ এক ৯০০ থেকে ১০০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।'

উপজেলা কৃষি অফিসার আবুদুস সোবহান বলেন, 'স্বল্পমেয়াদি উচ্চ ফলনশীল রোপা আমন চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী এবার রেকর্ড পরিমাণ জমিতে রোপা আমন ধান চাষ হয়েছে। আমাদের নানা রকম সহযোগিতার পাশাপাশি সময়োপযোগী পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। ধানের ফলন ও বাজারমূল্য সন্তোষজনক।'